ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮৬০

আগরতলা,২৭ জুলাই,২০১৯

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ‘শহীদ স্মৃতিতে দৌড়’
বীর শহীদদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে কার্গিল যুদ্ধে শহীদ বীর জওয়ানদের স্মৃতিতে আজ সকালে আগরতলায় এক ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। ‘শহীদদের স্মৃতিতে দৌড়’ শীর্ষক ৫ কিলোমিটার এই ম্যারাথনের পতাকা নেড়ে সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কার্গিল যুদ্ধে দেশের যে সকল বীর জওয়ানগণ শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, প্রায় দুইমাস যাবৎ পাকিস্তানের সাথে এই যুদ্ধ চলে। ভারতের সুস্থিতি অখন্ডতা বিনষ্ট করতে পাকিস্তান সব সময়ই সচেষ্ট। সেবারও তারা তৃতীয় বারের মতো প্রচুর সেনা কার্গিল সীমান্তে মোতায়েন করেছিলো। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি বিচক্ষণতার সাথে দুই দেশের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক তা চায়নি। কার্গিল যুদ্ধে ভারতের বীর সেনা জওয়ানদের কাছে পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব শহীদ পরিবারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। আজকের এই দৌড় তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ও তাদেরকে স্মরণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান সব সময়ই সীমান্ত পাড়ের সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে এবং হামলা সংগঠিত করছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সমুচিত জবাব দিয়েছে। তিনি বলেন, আজ আমরা সম্পূর্ণভাবেই সুরক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাস ও সীমান্ত পাড়ের হামলা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছেন। আমরা যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করি তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর স্বপ্ন পূরণ হবে। স্বাগত ভাষণ দেন বি এস এফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আই জি সোলোমন যশ কুমার মিঞ্জ। তিনি বলেন, দেশের অখন্ডতা ও একতা রক্ষায় যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মরণে এই দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই ম্যারাথন দৌড়ে বি এস এফ, সি আর পি এফ, সি আই এস এফ, আসাম রাইফেলস, টি এস আর জওয়ান ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। ৫ কিমির এই ম্যারাথন দৌড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে শুরু হয়ে লিচুবাগানে এসে সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং সহ বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন। বি এস এফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

*****